সংশয়বাদী

ড্যানিয়েল হাক্কিকাতমু

অনুবাদ
আসিফ আদনান

‘তুমি কি দেখো না কীভাবে আল্লাহ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন? উৎকৃষ্ট বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট গাছের ন্যায় যার মূল সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত আর শাখা-প্রশাখা আকাশপানে বিস্তৃত। তার প্রতিপালকের হুকুমে তা সব সময় ফল দান করে; আর আল্লাহ মানুষের জন্য নানা দৃষ্টান্ত প্রদান করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। আর মন্দ বাক্য মন্দ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনীয়, যাকে মাটির উপর থেকে সমূলে উপড়ে ফেলা হয়েছে, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।’

সূচীপত্র

অনুবাদকের কথা ১২

লেখক পরিচিতি ১৮

ভূমিকা ১৯

নাস্তিকতা

স্টিফেন হকিংয়ের আত্ম-উপাসনা ২৬
নাস্তিক = লিবারেল-সেক্যুলারিস্ট ২৮
আল্লাহ ছাড়া সব মানতে রাজি! ৩১
'আমি বিজ্ঞান ভালোবাসি!', এবং অন্যান্য ৩৩
আত্মঘাতী নাস্তিকতা ৩৬
নাস্তিকতার অনভিপ্রেত উপসংহার ৩৮
স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ কোথায়? ৪০

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

সেক্যুলারিসম নিরপেক্ষতা না; বরং ভিন্নমতের দমন ৪৩
শূন্যগর্ভ সেক্যুলারিসম ৪৬
জার্মানি ও হিজাব ৪৭
রাষ্ট্র ও ধর্মের বিচ্ছেদের ধাপ্পাবাজি ৫০
সুইযারল্যান্ডে হাতাহাতি! ৫২
স্বৈরাচারই ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়ে শরীয়াহকে প্রতিস্থাপন করতে চায় ৫৬
লিবারেলিসমের মোড়কে ইসলামের প্রচার ক্ষতিকর ৫৯
গণতন্ত্র কি ইসলামী শাসনের চেয়ে উত্তম? ৬১

সাম্য, মুক্তি, স্বাধীনতা

ধর্মীয় দীক্ষা বনাম সেক্যুলার দীক্ষা ৬৭
ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সম্মান করে না ৭১
আত্ম-উপাসনা, গোল্ডেন রুল এবং স্যাইটানিসম ৭৩
মদ ও স্বাধীনতা ৭৬
হুদুদ, দুর্নীতি এবং সাম্য ৭৯

ইসলাম কি স্বাধীনতার ধর্ম? ৮২
আমাদের কি ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সমর্থন করা উচিত না? ৮৪
ইসলাম কি সমতা শেখায়? ৮৭
শরীয়াহসম্মত বাকস্বাধীনতা ৯০

নারীবাদ

'নারীবাদী ইসলামের' ভয়ংকর পরিণতি ৯৩
পুরুষতন্ত্র তত্ত্ব ১১২
নারীবাদ কি মুসলিম নারীদের ইসলামত্যাগের কারণ? ১১৫
পুরুষতন্ত্র নিয়ে বিতর্ক ১১৯
শরীয়াহ কি স্বামীর জন্য স্ত্রীকে নির্যাতন করা সহজ করে দেয়? ১২৬
নারীবাদের সমালোচনার সঠিক পন্থা ১২৮
মাতৃত্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি ১২৯

হিজাব

বাধ্যতামূলক হিজাবের আইন শোষণ কেন? ১৩১
নারীবাদ ও হিজাব (কিংবা ঢালাওভাবে আধুনিক বয়ান গ্রহণের বিপদ) ১৩৩
হিজাব যখন অবাধ্যতা ১৩৬
'হিজাব আমার চয়েস', এবং অন্যান্য বিভ্রান্তি ১৩৮
হিজাব ও ক্ষমতায়ন ১৪০
ফ্রান্স ও হিজাব ১৪২
হিজাব কি যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষন বন্ধে কার্যকরী ১৪৪
হিজাবের কার্যকরী কোনো ভূমিকা নেই ১৪৫
হিজাব নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে যেভাবে তর্ক করতে হয় না ১৪৮

বিজ্ঞানবাদ

কুরআনের বৈজ্ঞানিক বিস্ময় : প্রচলিত ভুল ধারণা ১৫০
বিজ্ঞানে 'বহুত্ববাদের' স্থান নেই ১৫৮
বিজ্ঞানের বাস্তবতা ১৬০
বাস্তবতার বর্ণনায় ইসলাম ও বিজ্ঞানের সংঘাত ১৬২

লিবারেলিসম

লিবারেলিসম ও অজাচার ১৬৬
লিবারেলিসমের নৈতিক 'অগ্রগতি': সম্মতি ট্যাবু! ১৬৯
লিবারেলিসমের মেকি সহিষ্ণুতা ১৭২
লিবারেল-সেক্যুলারিসমের ভণ্ডামি ১৭৩

নৈতিকতা ও প্রগতিবাদ

নৈতিক প্রগতির অসংলগ্নতা ১৭৪
আমরাই সর্বশেষ, আমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ ১৭৯
প্রগতিবাদ এবং ফিরাউনের উত্তরসূরি ১৮১
জ্ঞানের ধারণা—আধুনিকতা বনাম ট্র্যাডিশান ১৮২
সত্যিকারের মুক্তচিন্তক কে? ১৮৪
নৈতিকতার যৌক্তিক গতিপথ ১৮৬
ভালো মানুষ হওয়ার জন্য কি ধার্মিক হওয়া প্রয়োজন? ১৮৮

মডার্নিটি

মডার্নিটি ও ইসলামের সংঘাত ১৯৩

সংস্কারপন্থী ও মডার্নিস্ট মুসলিম

'ট্র্যাডিশানাল' মুসলিম বনাম মডার্নিস্ট 'মুসলিম' ২০৩
মুসলিম-বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণের পশ্চিমা কৌশল ২০৫
হাদীস এবং জ্ঞানতত্ত্ব : আদম (আলাইহিস সালাম)-এর উচ্চতা ২০৭
'কমিউনিস্ট ইসলামের' ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা ২১০
'ইসলামী সংস্কার' নামক হাইড্রা ২১২
মডার্নিস্ট গাইডবুক ২১৪
জ্ঞান বনাম জ্ঞানের ভান ২১৬
প্রগতিবাদী ও আধুনিক মুসলিম 'সংস্কারক' ২১৮
'সংস্কার'-এর নামে ভণ্ডামি ২১৯
ইসলামই কি মুসলিম-বিশ্বের পশ্চাৎপদতার কারণ? ২২০

যৌনতা ও যিনা

পশ্চিমা বিশ্বের যৌন দুর্দশা ২২৪
নিরাপদ যৌনতা = বিয়ে ২৩০
ভিকটিমবিহীন অপরাধ? ২৩১
'যৌন শিক্ষা'র উদ্দেশ্য ২৩৩
ইখতিলাত ২৩৫
Sex sells... ২৩৮
আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কেন যৌনতা ফেরি করে? ২৩৯

অন্যান্য

ইসলাম কি তলোয়ারের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে? ২৪২
মুসলিম-বিশ্বে সমকামী এজেন্ডা বাস্তবায়নের নীলনকশা ২৪৭

সংশয়বাদী

ধ্বংসের গুরুত্ব ২৫৩
পরিশুদ্ধি ২৫৫
আধুনিকতার মাঝে ইসলামকে বোঝার মূলনীতি ২৫৬
মুসলিম সংশয়বাদী হবার অর্থ কী? ২৬১
একজন মুসলিম সংশয়বাদীর জবানবন্দী ২৬২

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

নিশ্চয় সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর।

মুসলিম হিসেবে আধুনিক সময়ে আমাদের একটা সংঘাতের মোকাবিলা করতে হয়। আমরা প্রায় সবাই নিজের মধ্যে একটা পরস্পরবিরোধিতা অনুভব করি। একদিকে আমরা নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দিই। অন্যদিকে বাস্তবতা, নৈতিকতা ও শাসনের মতো বিষয়গুলোর ব্যাপারে সমাজ, বিজ্ঞান, শিল্প, মিডিয়া থেকে শেখা দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ইসলামের অনেক অবস্থান মেলে না। সাম্য, স্বাধীনতা, অধিকারের মতো আধুনিকতার মৌলিক অনেক ধারণার সাথে ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধানের তীব্র সাংঘর্ষিকতা আমাদের চোখে ধরা পড়ে। পর্দা, বহুবিবাহ, ইসলামী দণ্ডবিধি, শরীয়াহ শাসন, জিহাদ, পরিবার ও সমাজে নারী অবস্থানসহ ইসলামের এমন অনেক বিষয় আছে আধুনিকতার মানদণ্ডে বিচার করলে যেগুলোকে 'যৌক্তিক', 'আধুনিক', 'মানবিক' কিংবা 'উপযুক্ত' বলে মনে হয় না। ইসলাম ও আধুনিকতার এই সংঘাত আধুনিক মুসলিমের সামনে আসে বিভিন্ন প্রশ্ন কিংবা সংশয়ের আকারে। হয়তো বিশেষ কোনো বিধানের ব্যাপারে প্রশ্নের উদয় হয়। হয়তো কোনো আয়াত কিংবা হাদীস নিয়ে অন্তরে সংশয় কাজ করে। কিন্তু সমস্যা আসলে দু-একটা বিধান কিংবা কোনো নির্দিষ্ট আয়াত বা হাদীস নিয়ে না। সমস্যার শেকড় আরও অনেক গভীরে। এই শেকড়কে চিনতে না পারলে এই প্রশ্ন আর সংশয়গুলোর সন্তোষজনক সমাধান করা সম্ভব না।

আমাদের এই সংঘাতের মুখোমুখি হতে হচ্ছে কারণ, আধুনিকতা এবং ইসলামের মধ্যে মৌলিক দ্বন্দ্ব আছে। ইসলাম আমাদের যে ওয়ার্ল্ডভিউ (worldview) বা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি দেয় আর আধুনিক দুনিয়ার যে ওয়ার্ল্ডভিউ, তা আলাদা। এ দুই ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ভিত্তি হিসেবে যে ধারণাগুলো গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো আলাদা। অনেক ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী। এটাই হলো সমস্যার শেকড়।

ওয়ার্ল্ডভিউ কী? ওয়ার্ল্ডভিউ হলো চিন্তার কাঠামো। ওই কাঠামো, যার সাপেক্ষে, যার

মাধ্যমে আমরা বাস্তবতাকে বোঝার চেষ্টা করি। আমাদের ওয়ার্ল্ডভিউ-ই ঠিক করে দেয় বাস্তবতাকে আমরা কীভাবে দেখি, বুঝি, ব্যাখ্যা করি। ওয়ার্ল্ডভিউকে চিন্তার ভাষা মনে করতে পারেন। প্রত্যেকের যেমন নিজস্ব ভাষা থাকে, তেমনিভাবে প্রত্যেকের একটা ওয়ার্ল্ডভিউ থাকে। হয়তো তারা সেটাকে 'ওয়ার্ল্ডভিউ'-এর মতো গালভরা কোনো শব্দ হিসেবে চেনে না, কিন্তু শব্দের পেছনের জিনিসটা কমবেশি সবার মধ্যেই থাকে। ওয়ার্ল্ডভিউ হলো ওই লেন্স, ওই চশমা যার ভেতর দিয়ে আমরা পৃথিবীকে দেখি।

কী আছে, কী নেই? কোনটা বাস্তব, কোনটা অবাস্তব? জ্ঞান কী, জ্ঞানের উৎসগুলো কী? জ্ঞানের মানদণ্ড কী? মানুষ কী? মানুষ কে? আমরা কোথা থেকে এলাম, কোথায় যাচ্ছি? জীবনের উদ্দেশ্য কী? ভালোমন্দের মাপকাঠি কী? এই মাপকাঠি অনুযায়ী কীভাবে মানুষের বেঁচে থাকা উচিত? কোন নীতির ভিত্তিতে সমাজ চলবে? আইনের উৎস কী হবে? শাসনের ভিত্তি কী হবে?– প্রত্যেক সমাজ আর সভ্যতা এ প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করেছে। হয়তো শব্দ ভিন্ন হয়েছে, উপস্থাপনায় পার্থক্য হয়েছে, কিন্তু মৌলিকভাবে প্রত্যেক সভ্যতা এই জিজ্ঞাসাগুলোর জবাব খুঁজেছে। এগুলো মানবঅস্তিত্বের মৌলিক প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে প্রত্যেক সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও দর্শনের কিছু নির্দিষ্ট উত্তর এবং মাপকাঠি থাকে। এগুলো নিয়েই গঠিত হয় তার ওয়ার্ল্ডভিউ।

ইসলামের স্বতন্ত্র ওয়ার্ল্ডভিউ আছে। এই ওয়ার্ল্ডভিউ সত্য, সর্বজনীন, অপরিবর্তনীয়। যে আধুনিক সভ্যতার অধীনে আমরা বসবাস করি সেটারও নিজস্ব ওয়ার্ল্ডভিউ আছে। আধুনিকতাও মনে করে তার ওয়ার্ল্ডভিউ সত্য ও সর্বজনীন। এ দুটো ওয়ার্ল্ডভিউ মৌলিকভাবে সাংঘর্ষিক।

ইসলামের ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ভিত্তি হলো আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস (কুফর বিত ত্বাগুত, ঈমান বিল্লাহ), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রিসালাত এবং ওয়াহি (কুরআন, সুন্নাহ)। কিন্তু এই তিনটি ভিত্তিকেই আধুনিকতা অস্বীকার করে। বাস্তবতা, জ্ঞান, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, আইন–কোনো কিছুর ব্যাপারেই জ্ঞানের উৎস হিসেবে ওয়াহিকে আধুনিকতা স্বীকার করে না; বরং সবকিছুর ভিত্তি দাবি করা হয় মানবীয় যুক্তি, বুদ্ধি এবং ধ্যানধারণাকে। ইসলাম মানবীয় যুক্তি, চিন্তা এবং বিজ্ঞানকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু ইসলামের অবস্থান হলো চূড়ান্ত এবং সুনিশ্চিত জ্ঞানের উৎস একটিই–ওয়াহি। অন্যদিকে বস্তুবাদী সভ্যতা ওয়াহিকে অস্বীকার করে। যদি অস্বীকার নাও করে, তাহলে কমসেকম অপ্রাসঙ্গিক মনে করে। এ দুটো অবস্থান সাংঘর্ষিক। এই সাংঘর্ষিকতার ফলে আধুনিক সময়ের মুসলিম হিসেবে অনেক সংশয় এবং টানাপড়েন আমাদের সামনে উঠে আসে।

আধুনিক মুসলিম একই সাথে এই দুই সাংঘর্ষিক ওয়ার্ল্ডভিউকে ধারণ করার চেষ্টা করে। আমরা একদিকে মুসলিম, অন্যদিকে আমরা এই সভ্যতারই সন্তান। আধুনিকতার মাঝেই আমাদের বেড়ে ওঠা। নিজের অজান্তেই এই সভ্যতার অন্তর্নিহিত চিন্তাগুলো আমাদের প্রভাবিত করেছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে, যাপিত জীবনের সাথে আধুনিক সভ্যতার বস্তুবাদী ধ্যানধারণাগুলো আমরা শুষে নিয়েছি। নিজের অজান্তেই বাস্তবতা, মানবজীবন, জীবনের উদ্দেশ্য, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, শাসনসহ বিভিন্ন বিষয়ে এমন অনেক অবস্থান আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি, যা গভীরভাবে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

আধুনিকতার এই ওয়ার্ল্ডভিউ মুসলিমরা স্বেচ্ছায় বেছে নেয়নি। ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ অস্ত্রের জোরে আমাদের ওপর তা চাপিয়ে দিয়েছে। ধাপে ধাপে শাসনব্যবস্থা, সমাজ ও শিক্ষা থেকে ইসলামকে তারা মুছে দিয়েছে। তারপর সেখানে বসিয়েছে তাদের নিজস্ব ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ, পদ্ধতি, প্রতিষ্ঠান ও মতবাদ। দখলদারিত্বের অধীনে থাকতে থাকতে একসময় আমরাও এগুলোকে অমোঘ বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিয়েছি। এগুলোকে আমরা এখন আর ইউরোপের ইতিহাসের নির্দিষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রেক্ষাপট থেকে বের হয়ে আসা দার্শনিক চিন্তার ফসল মনে করি না; বরং এই ব্যবস্থা, মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা মনে করি সহজাত, সর্বজনীন ও চিরন্তন।

আধুনিকতার ঠিক করে দেয়া চিন্তার ছক আর কাঠামো থেকে আমরা সহসা বের হতে পারি না। এর ভেতরেই আমাদের চিন্তা। আধুনিকতার মতবাদগুলোর প্রস্তাবনা আর অনুসিদ্ধান্তগুলোকে আমাদের কাছে 'কমনসেন্স', স্বতঃসিদ্ধ অথবা স্বপ্রমাণিত বলে মনে হয়। আমাদের চিন্তা আধুনিকতার ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ওপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে গেছে যে ইসলামের সত্য এবং সৌন্দর্যকেও আধুনিক মুসলিম স্বতন্ত্রভাবে চিনতে পারে না। ইসলামের সত্যকে তার বুঝতে হয় 'মানবতা', 'অধিকার', 'স্বাধীনতা', 'সাম্যের' মতো ধারণার পশ্চিমা সমীকরণের ভেতরে ফেলে। আর ইসলামের কোনো কিছু যখন এই কাঠামোর সাথে মেলে না তখন তার মধ্যে সংকট তৈরি হয়। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম, সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম কিন্তু এভাবে ইসলামকে বোঝেননি। তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে ইসলামকে সৃষ্টিজগতের মালিকের কাছ থেকে আসা দিকনির্দেশনা এবং চিরন্তন সত্য হিসেবে চিনতে পেরেছিলেন। সেই ইসলাম আজও আছে কিন্তু আমরা মুসলিমরা বদলে গেছি।

আমরা জানি মহান আল্লাহ সত্য, আমরা জানি তাঁর দ্বীন সত্য। কিন্তু সামনে ইসলামের স্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও আধুনিক মুসলিম বিনা প্রশ্নে সেটাকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারছে না। সত্য সামনে থাকা সত্ত্বেও যেন তার কাছে অদৃশ্য।

ইসলাম ও আধুনিকতার এ সংঘাত আধুনিক মুসলিমের সামনে হাজির হয় কিছু প্রশ্ন আর সংশয়ের আকারে–

- ইসলাম কি ব্যক্তিস্বাধীনতা সমর্থন করে?
- ইসলাম কি বাকস্বাধীনতা সমর্থন করে?
- ইসলাম কি মুক্তচিন্তা সমর্থন করে?
- ইসলাম কি ধর্মীয় স্বাধীনতা সমর্থন করে?
- ইসলাম কি গণতন্ত্র সমর্থন করে?
- ইসলাম কি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সমর্থন করে?
- কুরআন-সুন্নাহর সব অবস্থান কি আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
- ইসলাম নারীবাদকে সমর্থন করে?
- ইসলাম কি সর্বজনীন মানবাধিকারকে সমর্থন করে?
- ইসলাম কি সর্বাবস্থায় শান্তি এবং অহিংস পথকে সমর্থন করে?

এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হবার পর আধুনিক মুসলিমদের মধ্যে সাধারণত দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

একদল বলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নেতিবাচক। ইসলাম এগুলো সমর্থন করে না। কাজেই ইসলাম সত্য ধর্ম হতে পারে না। এরা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়।

আরেকদল বলে, হ্যাঁ ইসলামে এগুলো সবই আছে। কারণ, যা কিছু ভালো তার সবই ইসলাম সমর্থন করে। কিন্তু এটুকু বললেই তো হবে না, প্রমাণ করতে হবে। এই আরোপিত সামঞ্জস্য প্রমাণের জন্য দ্বিতীয়দল তখন ইসলাম বিকৃত করে। ইসলামী শরীয়াহর যা কিছু আধুনিক মতবাদগুলোর সাথে খাপ খায় না, সেগুলোকে তারা বাদ দেয়ার চেষ্টা করে। কিংবা নতুন কোনোভাবে ব্যাখ্যা করার কসরত করে।

এ দুটো অবস্থানই ভুল। আর দুটো ভুলের শেকড় একই জায়গাতে। দুটো অবস্থানই স্বাধীনতা, নারীবাদ, মুক্তচিন্তা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা–ইত্যাদি ধারণাকে ধ্রুব এবং সঠিক ধরে নিচ্ছে। আধুনিক ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মাপকাঠিকে সঠিক ধরে নিয়ে সেই মাপকাঠিতে তারা ইসলামকে মাপছে কিংবা সত্য প্রমাণ করতে চাচ্ছে। একদল আধুনিকতার মানদণ্ডে 'উত্তীর্ণ' না হবার কারণে ইসলাম ত্যাগ করছে। আরেক দল আধুনিকতার ছাঁচে ইসলামকে বসানোর চেষ্টা করছে। দুটো অবস্থানই পশ্চিমা বিভিন্ন মতবাদকে সত্য এবং ধ্রুব বলে মেনে নিচ্ছে।

কিন্তু এ দুই ভুল পথের বাইরে তৃতীয় একটি পথ আছে–ইসলামের অবস্থানকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে, আধুনিকতার ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ব্যাপারে সংশয়বাদের অবস্থান গ্রহণ